প্রশ্ন ২। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে প্রকৃতির ভূমিকা আলোচনা কর।
অথবা, 'কালিদাস প্রকৃতির কবি'—আলোচনা কর।

উত্তর। মানব সমাজ বিশ্বপ্রকৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই মানুষের সাথে প্রকৃতির রয়েছে এক অন্তরঙ্গ যোগসূত্র, আত্মার আত্মীয়তা। এই দার্শনিক সুরটি বিশ্ববরেণ্য মহাকবি কালিদাসের মনে ছিল সর্বদাই অনুরণিত। তাই তাঁর সকল সাহিত্যকৃতিতেই দেখা যায় এক অনুপম প্রকৃতি-প্রীতি। সংস্কৃত সাহিত্যের উজ্জ্বলতম রত্ন অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে প্রকৃতির সাথে মানুষের যে নিবিড় আত্মীয়তার চিত্র দেখা যায়, প্রকৃতিকে দিয়ে যেভাবে মানব পাত্রপাত্রীর মতই নানা কাজ করিয়ে নিতে দেখা যায়, তার তুলনা সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের কোথাও মেলে না। প্রস্তাবনাতেই রয়েছে সূত্রধারের মুখে ও নটীর সঙ্গীতে গ্রীষ্মপ্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্কের অপূর্ব বর্ণনা ("সুভগসলিলাবগাহাঃ....।।" এবং "ঈষদীষচ্চুম্বিতানি...")।।

প্রথম অঙ্কের প্রথমাংশেই দেখি প্রাণভয়ে দ্রুতবেগে ধাবমান সারঙ্গের গ্রীবাভঙ্গে অভিরাম অপরূপ চিত্র আর তার পশ্চাতে ধাবমান রাজা দুষ্যন্তের রথাশ্বগণের ঊর্ধ্বকর্ণ নিষ্কম্পচামরশিখ নিরায়তপূর্বকায় অপূর্ব বর্ণনা। হরিণটির দ্রুতগতিই রাজাকে তার অনুচরবৃন্দ থেকে দূরে এনে ফেলেছে কণ্বতপোবনে এবং তার ফলেই ঘটেছে তাঁর শকুন্তলাদর্শন ও পারস্পরিক অনুরাগের উদ্ভব। এটাই এই নাটকের বীজ। এই বীজ বপনে তাই প্রকৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। আবার এই বীজের অঙ্কুরোদগম অর্থাৎ শৃঙ্গার রসের বিকাশেও উদ্দীপন বিভাবরূপে তপোবন প্রকৃতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। আশ্রমের চারাগাছগুলির আলবালে জলসেচনরতা নবযৌবনা শকুন্তলা রাজার চোখে পুষ্পভরা লতার সঙ্গে অভিন্নরূপেই প্রতিভাত হয়েছে। শকুন্তলা কেবল পিতার নির্দেশেই জলসেচন করে না, চারাগাছগুলির প্রতি রয়েছে তার অকৃত্রিম সোদরস্নেহ। তাই সে বলেছে—"অস্তি মে সোদরস্নেহোঽপি এতেষু")। বকুলচারাটি তাকে পাতার আঙুল নেড়ে তার কাছে গিয়ে তাকে আদর করতে বলে। নবমল্লিকা লতা বনজ্যোৎস্না শকুন্তলার লতাভগিনী। পদ্মিনী রমণী শকুন্তলার মুখে বার বার বসতে গিয়ে একটি ভ্রমর রাজার আত্মপ্রকাশে সাহায্য করেছে। আবার দুষ্যন্তের অনুচরদের রথদর্শনে ভীত এক বন্যহস্তীই তপোবনে প্রবেশ করে নায়ক নায়িকার বিচ্ছেদের কারণ হয়ে রসান্তর ঘটিয়েছে (সম্ভোগশৃঙ্গার থেকে বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার)।

দ্বিতীয় অঙ্কেও রাজা বিদূষকের সাথে শকুন্তলাবিষয়ে কথাবার্তা বলেছেন বৃক্ষচ্ছায়া শিলাতলে বসে।

Scanned with CamScanner

তৃতীয় অঙ্কেও মালিনী নদীর তীরে স্নিগ্ধশীতল বেতসলতাকুঞ্জেই ঘটেছে নায়ক-নায়িকার মিলন। শকুন্তলা সেখানে পুষ্পশয্যায় শায়িতা এবং পদ্মের পাতা ও মৃণালের সাহায্যে সখীরা তার শরীরের সন্তাপ নিবারণে ব্যাপৃতা। শকুন্তলার প্রেমপত্রও লেখা হল পদ্মপাতায় নখের আঁচড়ে।

চতুর্থ অঙ্কে মহাকবি কালিদাস প্রকৃতির তরুলতা, পশুপক্ষী সব কিছুর সাথেই মানব মনের আত্মিক যোগসূত্রটি অপূর্ব ভাবব্যঞ্জনায় ব্যক্ত করেছেন। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে তপোবন প্রকৃতি তাকে অকৃপণহস্তে দান করেছে নানা বসনভূষণ। কণ্বমুনির কাছে তরুলতারাও অন্য মানুষের মতই তপোবন-পরিবারেরই সদস্য। তাই তাদের কাছেও তিনি শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার অনুমতি প্রার্থনা করেছেন ("পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং ...।।") তপোবন প্রকৃতিও প্রথমে অসময়ে কোকিলের কুহুরবের মাধ্যমে এবং পরে সুস্পষ্ট আকাশবাণীর মাধ্যমে তার যাত্রা অনুমোদন করেছে। আর্যপুত্রদর্শনে সমুৎসুক হলেও তপোবন ছেড়ে যেতে শকুন্তলার পা সরছে না। আবার তার আসন্ন বিচ্ছেদে তপোবন প্রকৃতিও বেদনাবিহ্বল—

"উদ্গলিতদর্ভকবলা মৃগাঃ পরিত্যক্তনর্তনা ময়ূরাঃ।
অপসৃতপাণ্ডুপত্রা মুঞ্চন্ত্যশ্রূণীব লতাঃ।।"

প্রকৃতির সাথে মানবের এমন সুগভীর আত্মীয়তার বর্ণনা বিশ্বসাহিত্যে সুদুর্লভ।

পঞ্চম অঙ্কে হস্তিনাপুরের নগর-পরিবেশেও তপস্বিপরিবৃতা শকুন্তলা দুষ্যন্তের চোখে যেন জীর্ণ পাণ্ডু পত্ররাজির মধ্যে লাবণ্যময় কিসলয়। হরিণশিশুকে পত্রপুটে জলপান করাবার গল্প তাই শকুন্তলা দুষ্যন্তের স্মৃতি জাগাতে চেষ্টা করেছে।

ষষ্ঠ অঙ্কে দেখি, শকুন্তলার স্মৃতি ফিরে পাওয়া অনুতাপক্লিষ্ট মহারাজ দুষ্যন্তের আদেশে বসন্তোৎসব নিষিদ্ধ হওয়ায় আমের মঞ্জরী ফলে পরিণত হয়নি, বসন্তেও কোকিল নীরব থাকে।

সপ্তম অঙ্কে নায়ক-নায়িকার আন্তর স্বর্গীয় প্রেমে স্থায়ী মিলন ঘটেছে স্বর্গতপোবনের এক অপরূপ স্বর্গীয় প্রাকৃতিক পরিবেশেই।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই, প্রকৃতিপ্রেমিক মহাকবি কালিদাস প্রকৃতিকে প্রকৃত রেখে তাকে দিয়ে নাটকের এত কার্যসাধন করিয়েছেন এবং মানবের সাথে প্রকৃতির এমন এক আত্মিক সম্পর্ক চিত্রিত করেছেন, যা বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়।

প্রশ্ন ৩। দুষ্যন্তের চরিত্র ঃ

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে রাজা দুষ্যন্তের চরিত্র আলোচনা কর।

উত্তর। মহারাজ দুষ্যন্ত বিশ্ববরেণ্য মহাকবি কালিদাসের তথা সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্ন অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের মহান নায়ক। নাট্যতত্ত্বের নিয়ম অনুসারে তিনি বিখ্যাত পুরু বংশের উজ্জ্বল বংশধর, মহাপ্রতাপশালী, ধীরোদাত্ত রাজর্ষি ("প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষির্ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্")। ধীরোদাত্ত ব্যক্তি হলেন আত্মশ্লাঘাহীন, ক্ষমাশীল, অতিগম্ভীর, অতি তেজস্বী, স্থির, নিগূঢ়মানসম্পন্ন এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই সকল গুণই দুষ্যন্ত চরিত্রে বিদ্যমান।

দুষ্যন্তের শরীরটি ছিল সৌন্দর্যের, তেজস্বিতার ও ক্লেশসহ কর্মক্ষমতার মূর্ত প্রতীক। তাঁর সারথি তাঁকে পিনাকপাণি শিবের সাথে এবং তাঁর সেনাপতি তাঁকে গিরিচর প্রাণোচ্ছল হস্তীর সাথে তুলনা করেছেন। শকুন্তলা, অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, অপ্সরা সানুমতী এমনকি দেবমাতা অদিতিও তাঁর তেজঃ-সুন্দর চেহারা দেখে বিমুগ্ধ হয়েছেন। বিদগ্ধোচিত কথোপকথনেও

Scanned with CamScanner

তিনি সকলকে আকৃষ্ট করেন। তিনি বলেছেন—"অধুনা চিরবাসোপন্ন প্রজাকার্যমিব লক্ষয়ে।" শকুন্তলার প্রতিকৃতির পরিপূর্ণতাকল্পে "শৈকতলীনহংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী" প্রভৃতির চিত্রণ কামনায় তাঁর প্রকৃতিপ্রীতিও লক্ষণীয়।

আদর্শ প্রেমিক ও প্রজাবৎসল সুশাসক নৃপতিরূপে দুষ্যন্তের চরিত্রটি সংস্কৃত সাহিত্যে সমুজ্জ্বল। দুষ্যন্তের প্রেমিক সত্তাটি কালিদাস অতি সুন্দররূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রথম অঙ্কে শকুন্তলার প্রতি তাঁর আকর্ষণ এবং তৃতীয় অঙ্কে শকুন্তলার সাথে মিলিত হবার জন্য তাঁর গভীর আকুতি, বিরহ-বেদনায় অভিজ্ঞানবিরহিত কৃশতা ও মিলনে শরীর পরিতৃপ্তি অপূর্ব কবিত্বময় ভাষায় ফুটে উঠেছে। শকুন্তলার প্রতি অনন্যচিত্ত রাজার অকৃত্রিম ভালবাসা তাঁর "পরিগ্রহবহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে" ইত্যাদি কথায় ফুটে উঠেছে। আবার শকুন্তলার প্রতি প্রবল আকর্ষণ সত্ত্বেও তিনি ধর্মের অনুশাসন থেকে বিচ্যুত হননি। শকুন্তলার ক্ষত্রিয়-বিবাহযোগ্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে তবেই তিনি গান্ধর্ব বিধিমতে তাকে বিবাহ করেছেন। দুর্বাসার শাপের প্রভাবে বিস্মৃতিবশত তাকে প্রত্যাখ্যান করলেও আংটি ফিরে পেয়ে যখন তিনি শকুন্তলার স্মৃতি ফিরে পেয়েছেন, তখন আক্ষেপ-অনুতাপে তিনি অসহনীয় বেদনার অনলে নিরন্তর দগ্ধ হয়েছেন এবং সমস্ত আমোদ ও উৎসব-আনন্দ বন্ধ করে দিয়েছেন। মারীচের আশ্রমে শকুন্তলার পুনর্দর্শন লাভ করে তিনি দুঃখপ্রকাশ করে তার চোখের জল মুছে দিয়ে অকুণ্ঠ ক্ষমা প্রার্থনা করে তার মনহরণে কার্পণ্য করেননি। কেবল আদর্শ প্রণয়ী ও পতিরূপেই নয়, পুত্রবৎসল পিতারূপেও তাঁর সুন্দর চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে।

আদর্শ নৃপতিরূপেও পুরুবংশপ্রদীপ দুষ্যন্তের চরিত্র অতীব সমুজ্জ্বল। মনু-নির্দেশিত রাজধর্ম অনুসারে তিনি মুনি-ঋষি-ব্রাহ্মণদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল এবং তাঁদের নির্দেশ ও অনুরোধ পালনে সদা তৎপর। বৈখানসের নির্দেশে তিনি তৎক্ষণাৎ মৃগশরীরে নিক্ষেপোদ্যত বাণ সংবরণ করেন, রাক্ষস বিতাড়নের জন্য যজ্ঞস্থলে স্বয়ং পাহারা দেন, মুনিদের কাছ থেকে কোন কর গ্রহণ করেন না, শার্ঙ্গরবের অপমানকর নানা কথার উত্তরেও তিনি সামান্যতম অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন না। আদর্শ প্রজারঞ্জক রাজা বলে তিনি সর্বদা সন্তানবৎ প্রজাদের সুখবিধানে সচেষ্ট থাকেন, নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবেন না। কঞ্চুকীয় তাই বলেছেন—'প্রজাঃ প্রজাঃ স্বা ইব তন্ত্রয়িত্বা।' তাঁর সুশাসনে "ন কশ্চিদ্ বর্ণানামপথমপকৃষ্টোঽপি ভজতে"—বলেছেন শার্ঙ্গরব। মনু বলেছেন, রাজাকে সকল অনিষ্টের মূল লোভকে জয় করতে হবে। "তং যত্নেন জয়েল্লোভম্"। নিঃসন্তান ধনী বণিক ধনমিত্র নৌকাডুবিতে মারা গেলে তার সব ধনসম্পত্তি রাজারই পাবার কথা ছিল। কিন্তু রাজা বললেন যে, ঐ বণিকের কোন স্ত্রী গর্ভবতী থাকলে সেই গর্ভস্থ সন্তানই ঐ সম্পত্তির মালিক হবে। এতে তাঁর নির্লোভতা ফুটে উঠেছে। আবার ত্রিভুবনের সেরা সুন্দরী শকুন্তলাকে মুনিরা তাঁর স্ত্রীরূপে এনে হাজির করলেও শাপগ্রস্তস্মৃতি রাজা তার কথা স্মরণ করতে না পারায় তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অন্য কেউ তা করত না। এতে রাজার কামজয়ী ধার্মিক চরিত্রটি ভাস্বর হয়ে উঠেছে। আবার অদৃশ্য মাতলিকর্তৃক আক্রান্ত বিদূষককে বাঁচাতে শকুন্তলা-শোকবিহ্বল অবস্থাতেও রাজা যেভাবে ছুটে গেছেন তাতে তাঁর বিপন্নরক্ষক চরিত্রটিও অভিব্যক্ত হয়েছে। তিনি মহাবীর। দেবরাজ ইন্দ্রও দানব দমনে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। অন্যদিকে তিনি আবার সঙ্গীতরসিক। হংসপদিকার গান তিনি মনোযোগ সহকারে শুনে উপভোগ করেন এবং চারিত্রিক উদারত্ববশত ঐ গানে নিজে তিরস্কৃত হয়েও গানের প্রশংসা করেন—"অহো রাগপরিবাহিনী গীতিঃ"। আবার তিনি নিজে এক সুদক্ষ

চিত্রকর। তাঁর আঁকা শকুন্তলার প্রতিকৃতি এমন জীবন্ত মনে হয় যে, বিদূষকের ইচ্ছা হয় তার সাথে আলাপ করতে এবং সানুমতীর মনে হয় যেন সাক্ষাৎ শকুন্তলাই তার সামনে রয়েছে।

সত্যই আদর্শ প্রেমিক, পতি, পিতা ও নৃপতিরূপে দুষ্যন্ত চরিত্রটি মহামহিমান্বিত।

Scanned with CamScanner